তিন দিনের নীরবতার পর খালেদা জিয়া কথা বলেছেন



সংগৃহীত ছবি

হাসপাতালে টানা কয়েক দিন নীরব থাকার পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া শনিবার সংক্ষেপে দু–একটি কথা বলেছেন। চিকিৎসকরা বলছেন, তাঁর সামগ্রিক অবস্থা গুরুতরই রয়ে গেছে, তবে গত তিন দিনের স্থবির অবস্থা থেকে সামান্য সাড়া পাওয়া গেছে আজ।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ধারাবাহিক ডায়ালাইসিসে তাঁর কিডনি পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলেও উন্নতি সীমিত। অক্সিজেন সাপোর্ট ছাড়াই শ্বাস স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। হাত-পা নড়াচড়া ও অল্প কথা বললেও সামগ্রিক অবস্থা এখনো সংকটাপন্ন।

মেডিকেল বোর্ড জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিডনি ও হৃদ্‌যন্ত্রে নতুন জটিলতা যোগ হওয়ায় ঝুঁকি বাড়ছে। অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহও পরিস্থিতিকে কঠিন করে তুলেছে। শুক্রবার রাতে অবস্থার অবনতি হলেও এখন স্থিতিশীলতায় ফিরেছেন, তবে শঙ্কামুক্ত নন।

পরিবার ও বিএনপি নেতারা তাঁকে বিদেশে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভিসা, সম্ভাব্য দেশ নির্বাচন ও এয়ার অ্যাম্বুলেন্স–সবকিছু নিয়ে কাজ চলছে। তবে বিদেশে নেওয়া যাবে কি না—তা পুরোপুরি নির্ভর করছে তাঁর শারীরিক সক্ষমতা ও মেডিকেল বোর্ডের অনুমোদনের ওপর।

লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও চীনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে অনলাইনে নিয়মিত যোগাযোগ চলছে। আগামী সোমবার চীনের এক চিকিৎসক দল ঢাকায় এসে তাঁর অবস্থা মূল্যায়ন করতে পারে। অন্যদিকে তারেক রহমান সার্বক্ষণিকভাবে চিকিৎসা সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছেন।

খালেদা জিয়ার নিউমোনিয়া, কিডনি, লিভার, ডায়াবেটিসসহ পুরোনো জটিল রোগগুলো পরস্পরের ওপর প্রভাব ফেলছে। ফলে চিকিৎসা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। যেকোনো সিদ্ধান্তের আগে তাঁর স্থিতিশীলতা সবচেয়ে বড় বিবেচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।